টুপুরের রঙের ভুবন

Jannat Ul

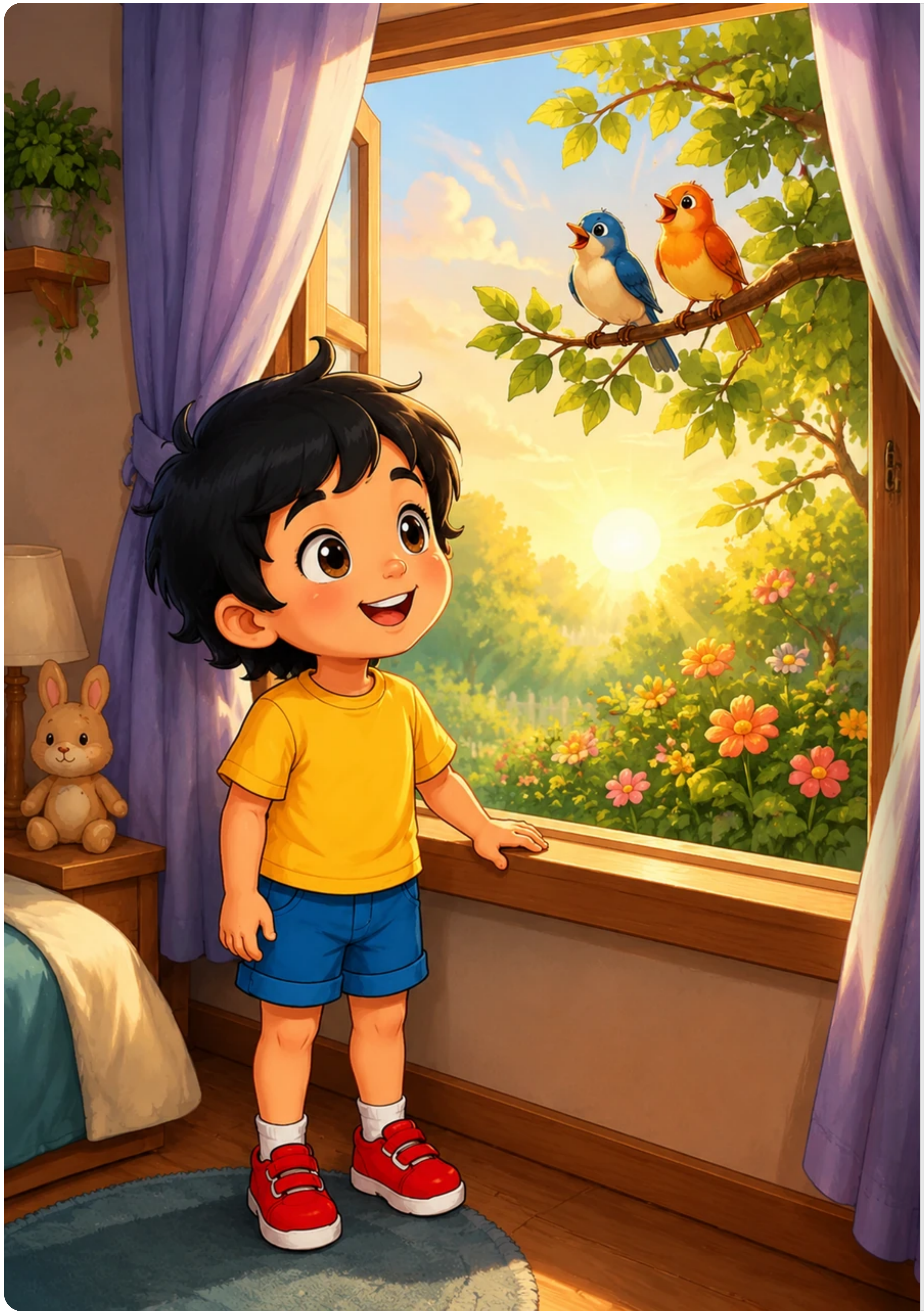

ভোরের আলো ফুটতেই টুপুর ঘুম থেকে উঠে জানালার পাশে দাঁড়ায়। সবুজ গাছে সুমিষ্ট গলায় গান গাইছে এক জোড়া ছোট্ট পাখি। চারপাশের রঙিন ফুলগুলো মিষ্টি বাতাসে মৃদু দুলছে।

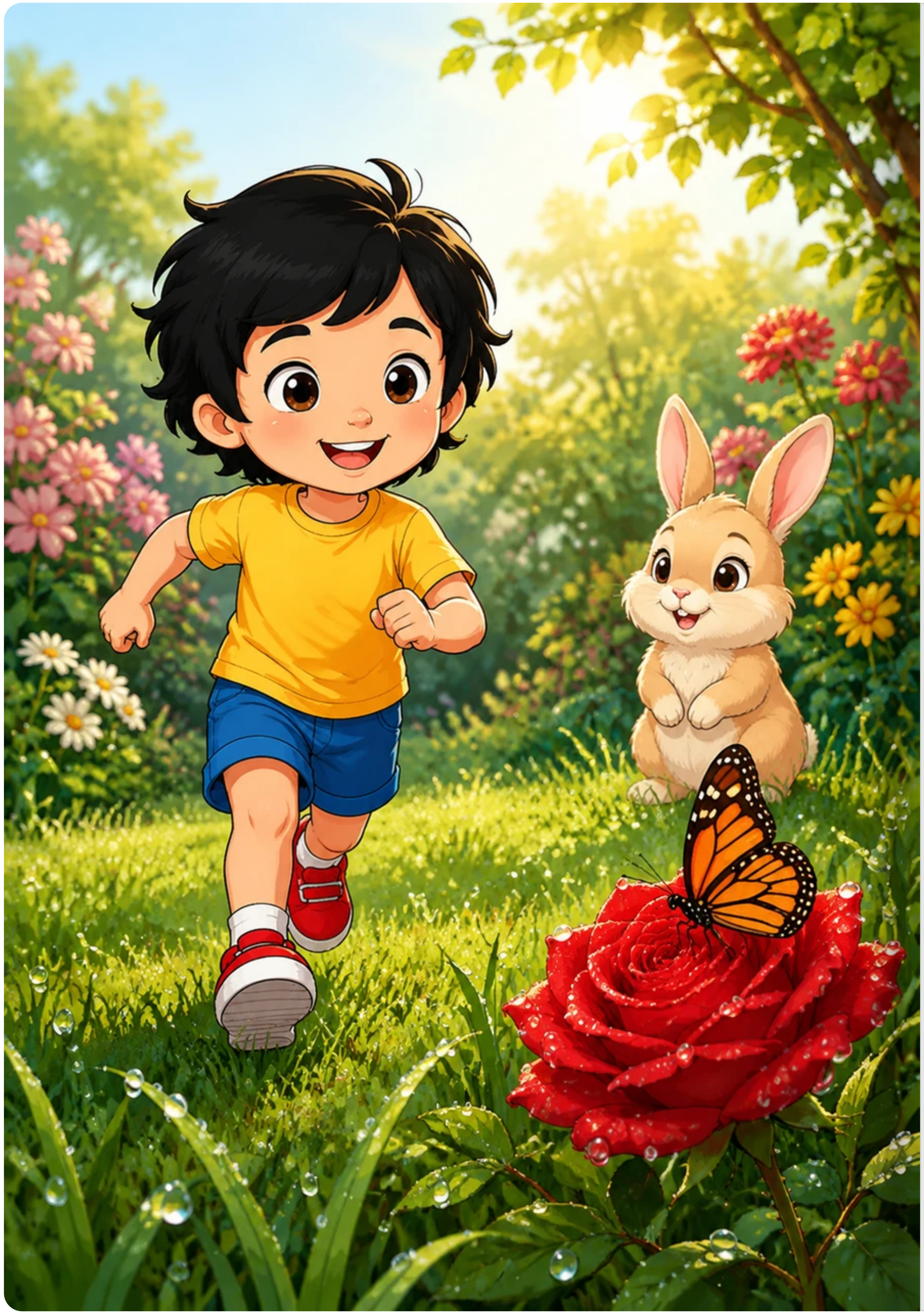

টুপুর লাল জুতোজোড়া পরে বাগানে ছুটে যায়। ঘাসের ডগায় ভোরের শিশিরবিন্দুগুলো যেন খুদে মুক্তোর মতো চকচক করছে। বাগানের একটি লাল গোলাপের উপর একটি সুন্দর প্রজাপতি এসে বসে।

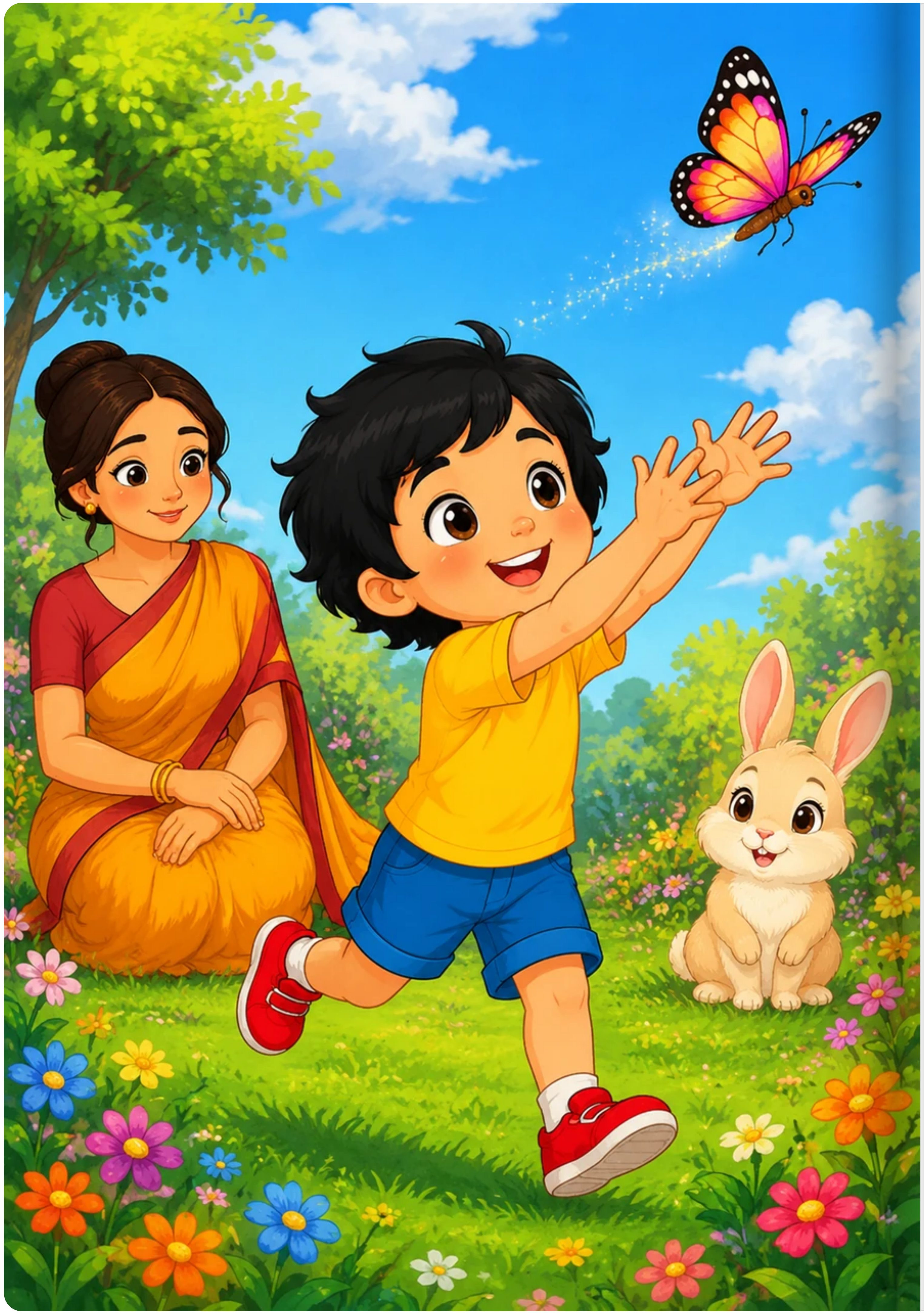

প্রজাপতিটি তার দুটো পাখা মেলে বাতাসে উড়াল দেয়। টুপুরও আনন্দে হাততালি দিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। রঙিন পাখা দুটো যেন সুনীল আকাশে ছোট্ট এক আলোর ঝলক।

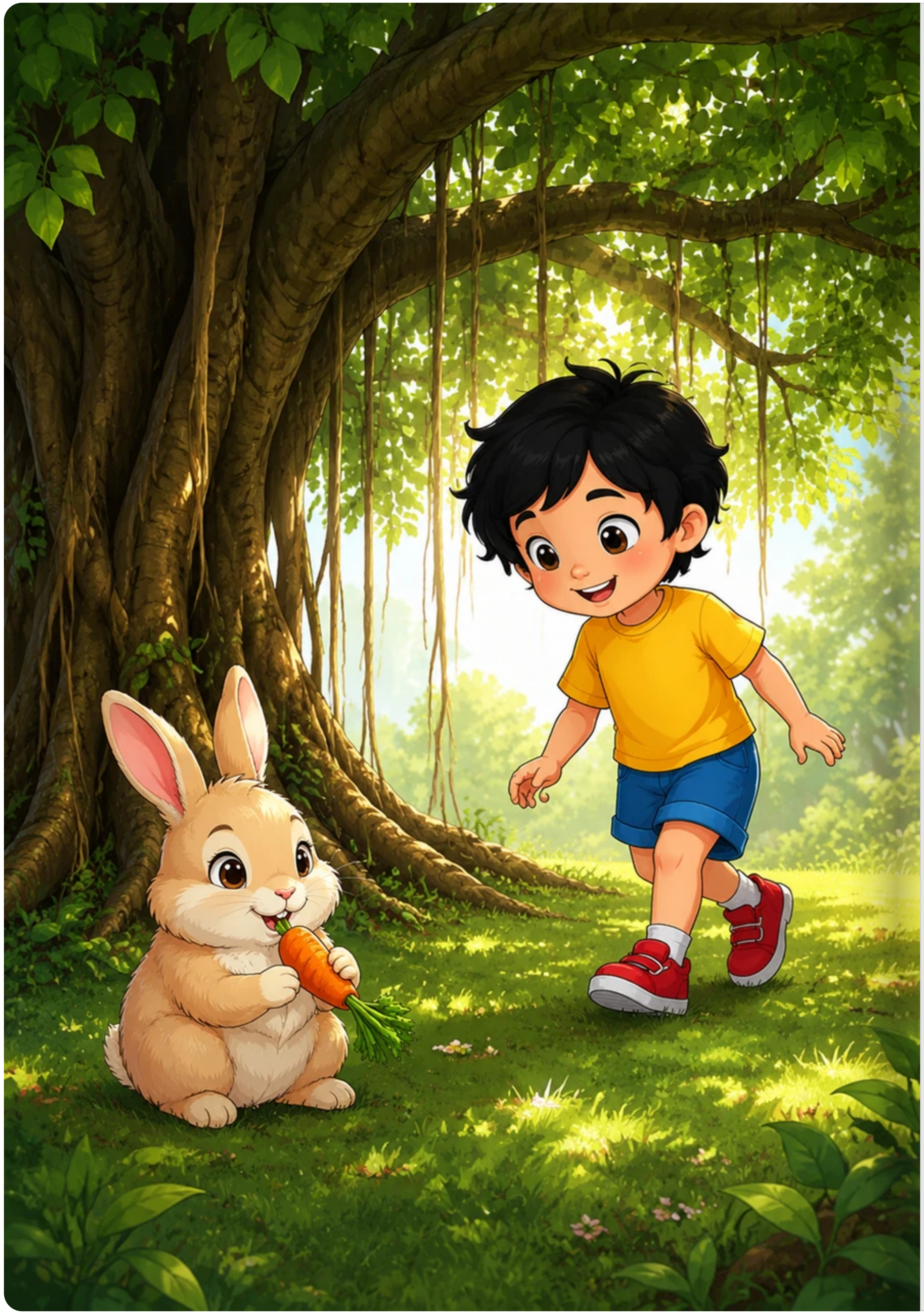

ছুটতে ছুটতে টুপুর এসে পৌঁছায় একটি বড় বটগাছের তলায়। বটগাছের ছায়ায় মিষ্টি বাতাসে এক ছোট্ট তুলতুলে খরগোশ বসে কাঁচা গাজর খাচ্ছে। টুপুর আস্তে আস্তে ধীর পায়ে খরগোশটির কাছে এগিয়ে যায়।

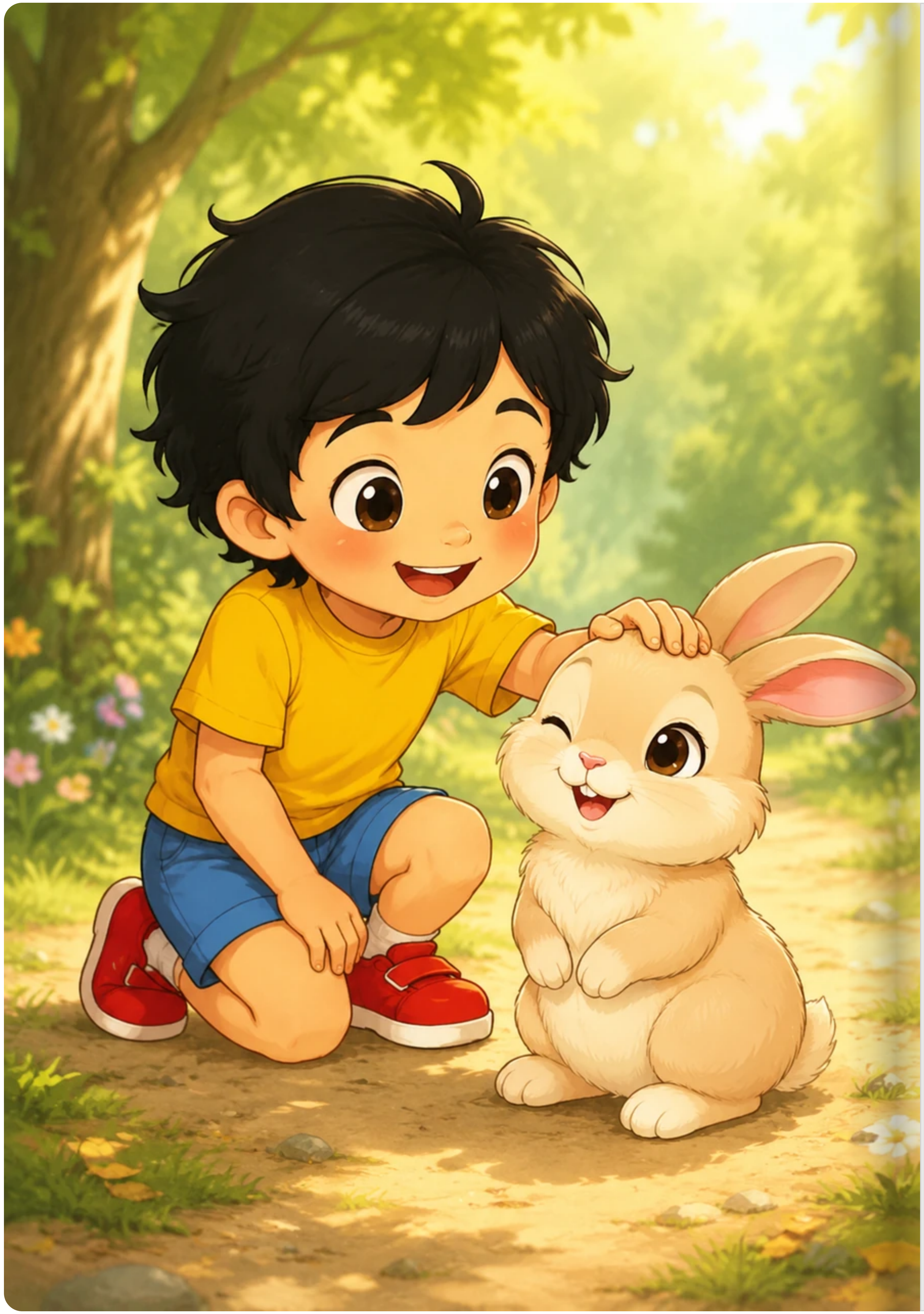

খরগোশটি টুপুরকে দেখে একেবারেই ভয় পায় না, বরং আনন্দের সাথে কাছে চলে আসে। টুপুর তাকে ভালোবেসে আলতো করে মাথায় হাত ঘষে দেয়। খরগোশটি তার খুদে চোখ দুটো মিটমিট করে টুপুরের দিকে তাকিয়ে হাসে।

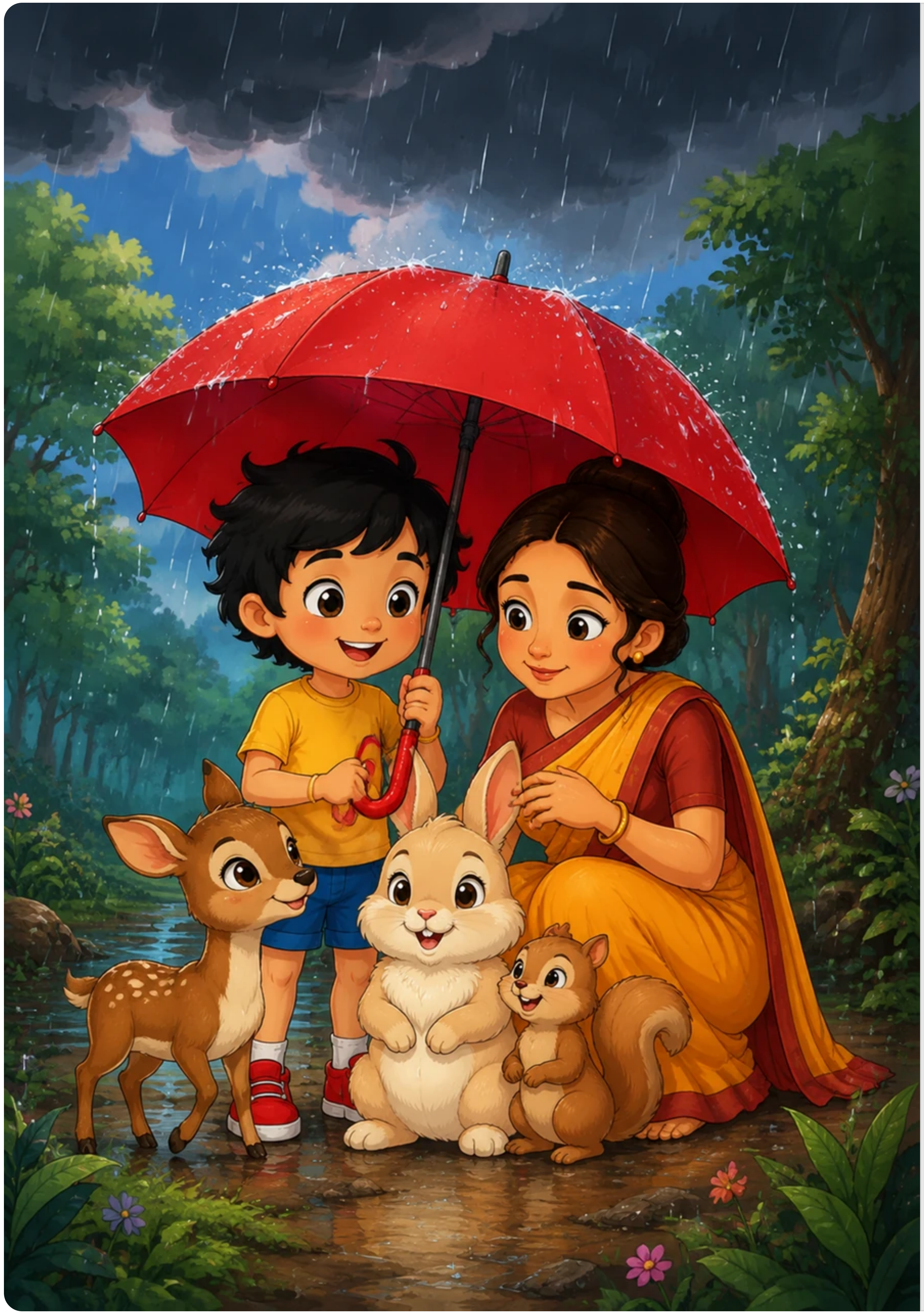

হঠাৎ নীল আকাশে কালো মেঘ জমে আর ঝমঝম করে মিষ্টি বৃষ্টি নামতে শুরু করে। টুপুর তার কাছে থাকা লাল ছাতাটি মেলে ধরে বনের বন্ধুদের ছায়ার নিচে ডাকে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছাতার ওপরে টুপুর-টুপুর মিষ্টি ছন্দ বাজায়।

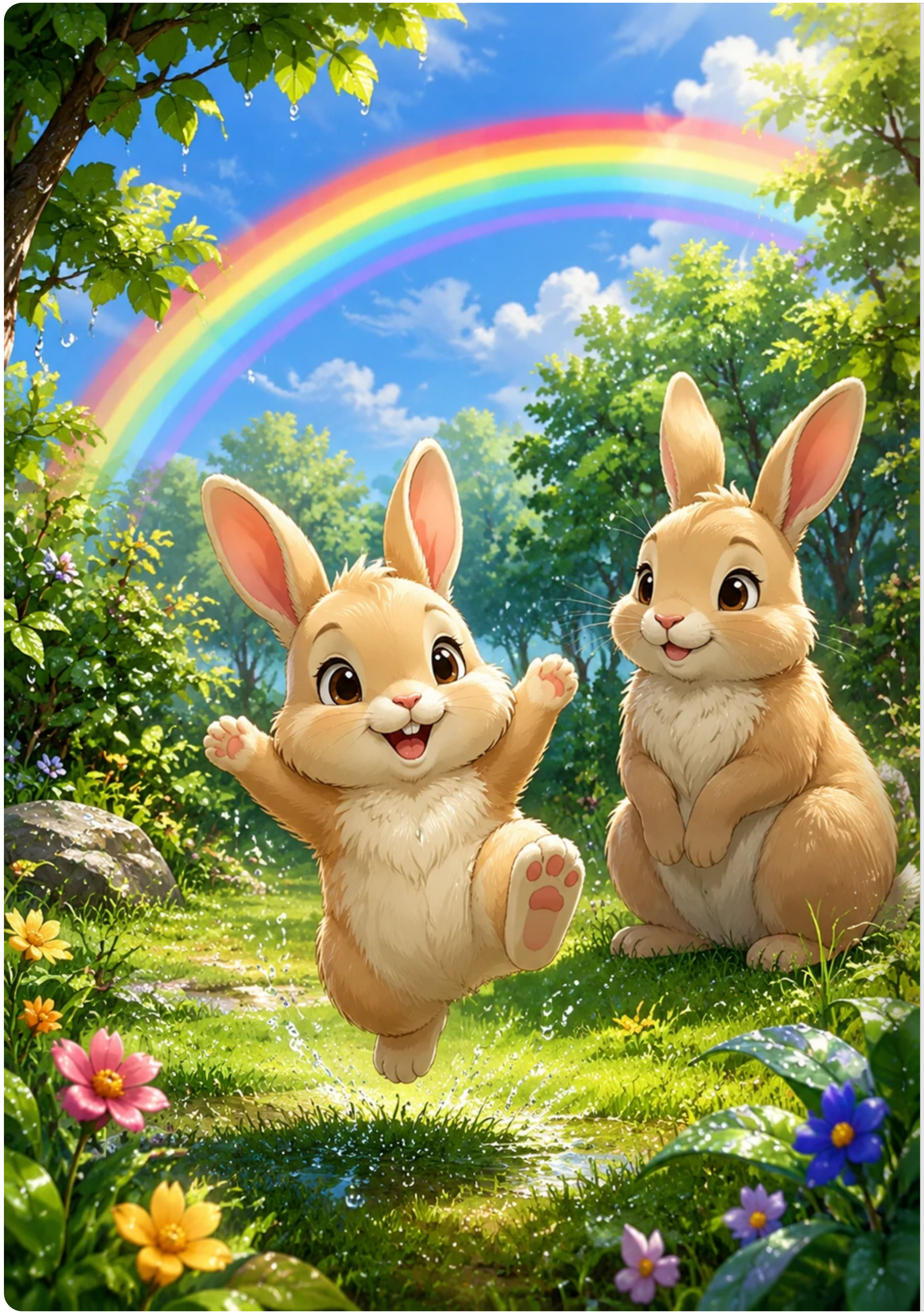

বৃষ্টি থেমে যেতেই আকাশে ফুটে ওঠে সাতরঙা সুন্দর এক রামধনু। লাল, হলুদ, নীল রঙের রামধনু দেখে টুপুর খুশিতে নাচতে শুরু করে। ঝকঝকে রোদে গাছপালাগুলো নতুন সাজে সেজে ওঠে।

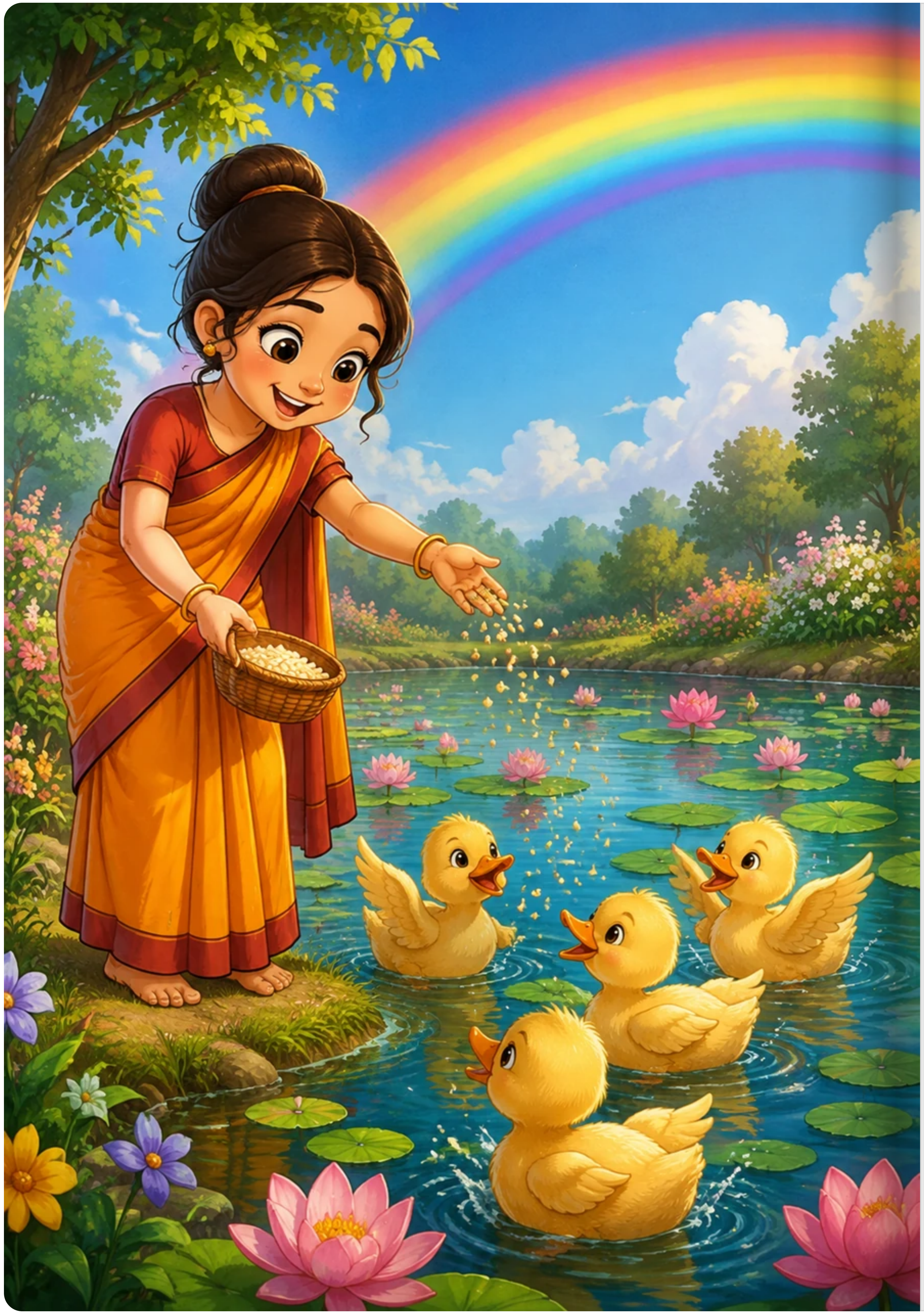

রামধনুর নিচে একটি সুন্দর রঙিন পুকুর জলকানায় পূর্ণ হয়ে আছে। পুকুরে ডানা মেলে হাঁসের ছানাগুলো সাঁতার কাটছে আর আনন্দে প্যাকপ্যাক গান গাইছে। টুপুর জলের ধারে দাঁড়িয়ে সুস্বাদু খাবারের টুকরো ছিটায়।

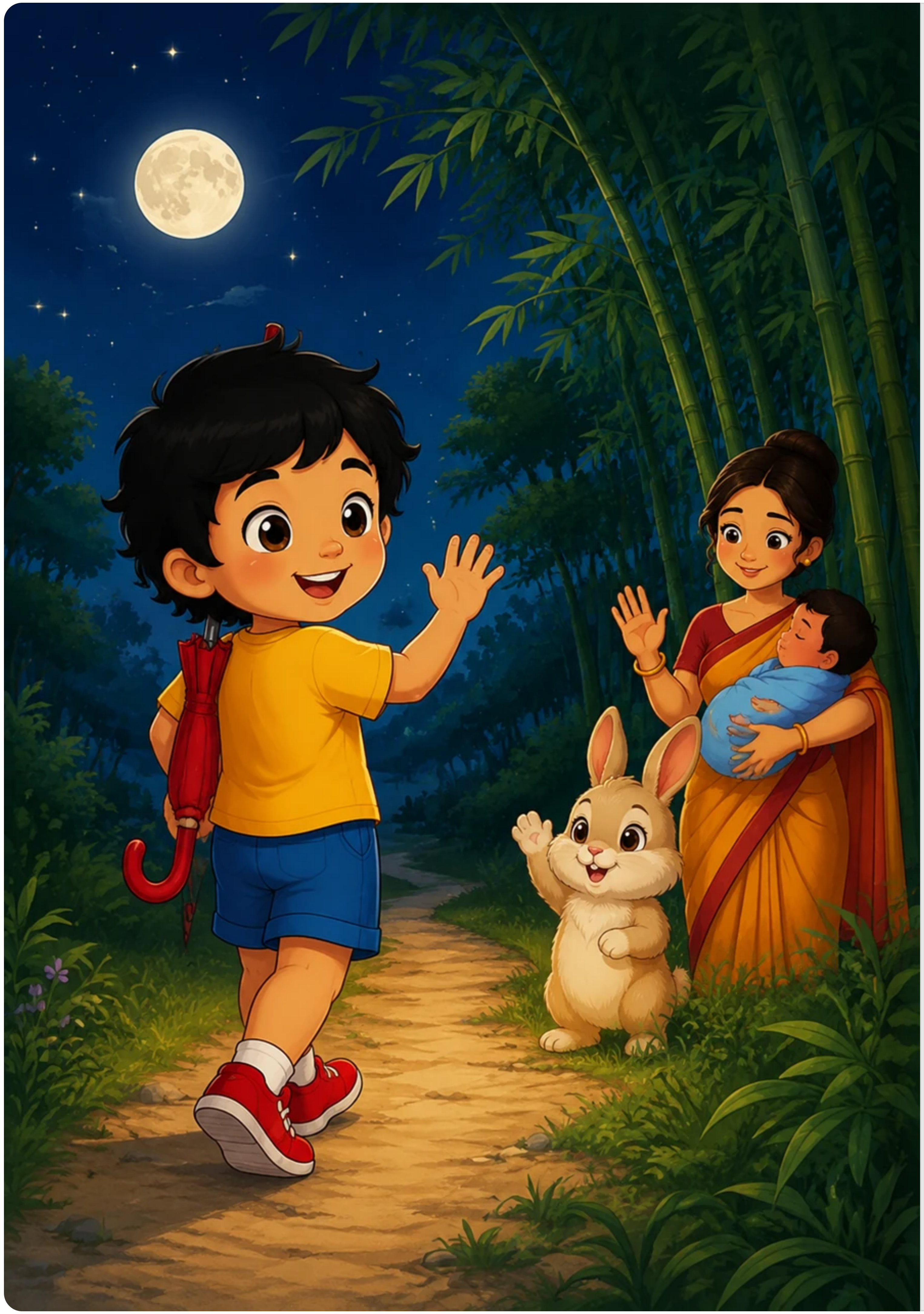

সন্ধ্যা নেমে এলে আকাশে মিটিমিটি করে তারা ফুটতে শুরু করে। বাঁশবাগানের মাথার ওপর রূপালী চাঁদ ডানা মেলে হাসতে থাকে। টুপুর ঘরের পথে পা বাড়ায় আর পেছনের বনের বন্ধুদের হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

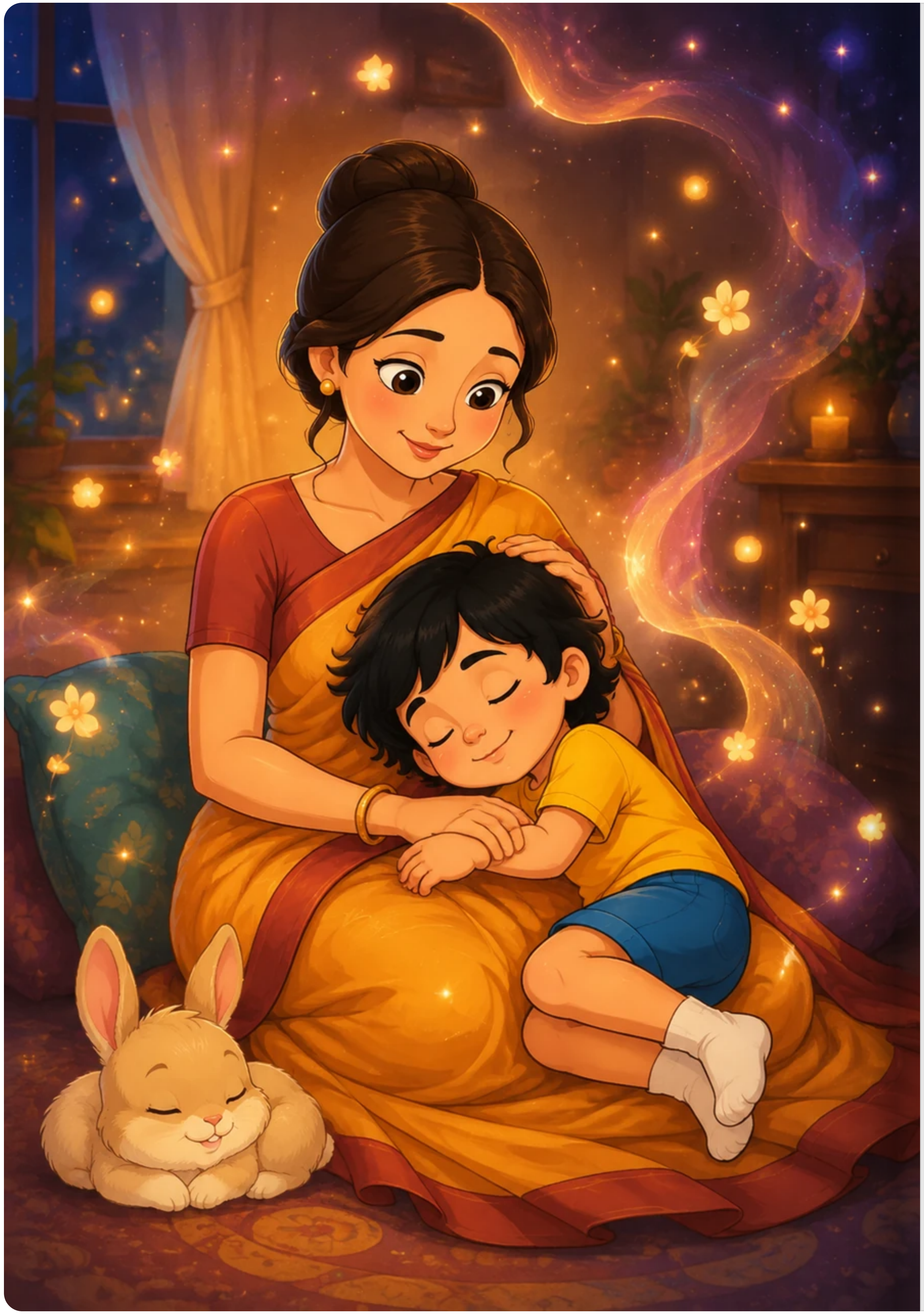

বাড়ি ফিরে টুপুর তার মায়ের কোলে মাথা রেখে সারাদিনের সব আনন্দের গল্প শোনায়। চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে এলে মা তাকে মিষ্টি রূপকথার গান শুনিয়ে শুইয়ে দেয়। টুপুরের স্বপ্নে নেমে আসে এক ছায়াময় সুন্দর আলোর জগৎ।